তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

কুড়িগ্রামে নদীতে ভেঙেছে ১০টি বিদ্যালয়, বন্যায় ছুটি ৫০টিতে

হাজারো শিশুর লেখাপড়া বন্ধ

আব্দুল খালেক ফারুক, কুড়িগ্রাম ▷

কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমার ও তিস্তা নদীর ভাঙনে চলতি বর্ষা মৌসুমে ১০টি বিদ্যালয় নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ছয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া। যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে আরো ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া ৮৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্যার পানি ঢুকেছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০টিতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলো চালু থাকলেও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি একেবারে কম। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া আপাতত বন্ধ রয়েছে।

গত বুধবার সরেজমিনে উলিপুর উপজেলার চর গুঁজিমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, ঘরে ভেঙে মালামাল তোলা হচ্ছে নৌকায়। পরে তা পাশের সোনারার পাড়ের কাশবনে আপাতত রাখা হচ্ছে। মালামাল তোলার সময় বেশ শব্দ করে পাড় ভাঙছে নদীর। এর উত্তরে মাঝিপাড়ায় তখন ঘরবাড়ি ভেঙে নেওয়ার ব্যস্ততা। আর কিছুক্ষণ পর পর নৌকায় ভাঙা ঘর নিয়ে ছুটে চলছে ইঞ্জিনচালিত নৌকা অন্য কোনো চরের উদ্দেশে।

এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তৈয়ব আলী বলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনের মুখে পড়ায় এক মাস আগে উপজেলা শিক্ষা অফিসে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছিলাম। কর্তৃপক্ষ সাড়া দেয়নি। বাধ্য হয়ে বুধবার থেকে ঘর ভাঙার কাজ শুরু করেছি।' গতকাল শুক্রবার মোবাইল ফোনে তিনি বলেন, 'প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ভাঙার কাজ চলছে। দু-এক দিনের মধ্যে বিদ্যালয়ের ভিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঘর সরিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো সরকারি অনুদান মেলেনি। তাই শিক্ষকরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৫০ হাজার টাকা জোগার করে সরিয়ে নিচ্ছেন। বিদ্যালয়টি ভাঙার কারণে ১৬৫ শিশুশিক্ষার্থীর আগামী দুই মাস লেখাপড়া বন্ধ।'

বিদ্যালয়টির দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র রহিম, তৃতীয় শ্রেণির আল আমিন ও চতুর্থ শ্রেণির ময়নাল জানায়, বিদ্যালয় ভেঙে যাওয়ায় তাদের লেখাপড়ার আর কোনো উপায় রইল না। কারণ নৌকা ভাড়া করে দূরবর্তী বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ার সামর্থ্য তাদের নেই।

স্থানীয় অভিভাবক আকবর আলী, হজরত আলী ও আব্দুল কাদের জানান, তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে তাঁরা অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য আবুল কাশেম বলেন, '১৯৮৮ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত পাঁচবার ভাঙনের শিকার হয়। পাঁচ বছর আগে দাগারকুঠির চরে ১৬ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি টিনশেড ঘর নির্মাণ করা হয়। এখন সোনারারপাড়ের নিচু জমিতে মালামাল রাখায় বৃষ্টিতে তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

উলিপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা আবু সালেহ বলেন, 'গুঁজিমারী, চর বাগুয়া, মেকুরের আলগা ও চর দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঝুঁকির মুখে রয়েছে সাতা লস্কর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতা লস্কর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামনিয়াশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব চর মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাতলামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিন হাজারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সাহেবের আলগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।'

একইভাবে ধরলা নদীর ভাঙনে ফুলবাড়ী উপজেলার মেকলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিলীন হওয়ায় পাশের এক বাড়ির উঠানে মালামাল ভেঙে রাখা হয়েছে। ধরলার ভাঙনে সদর উপজেলার সারোডোব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এ বছর ভাঙনের শিকার হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুল চন্দ্র বলেন, 'কয়েক দিন আগে বিদ্যালয় ঘরটি ভেঙে চরে ফেলে রাখা হয়েছে।'

এছাড়া রৌমারী উপজেলার বলদমারা ও অষ্টমীর চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অষ্টমীর চর উচ্চ বিদ্যালয় নদীতে বিলীন হয়েছে।

নাগেশ্বরী উপজেলার নুনখাওয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. শাহজামাল মিয়া বলেন, 'দুধকুমারের ভাঙনে ব্যাপারীরচর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। পাশের ফাঁকা জায়গায় আপাতত চালাঘর তুলে রাখা হয়েছে।'

ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনের মুখে রয়েছে চর যাত্রাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রশিদ বলেন, 'বিদ্যালয়টি ভেঙে গেলে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

এ দিকে অনেক বিদ্যালয়ের ভেতর ও মাঠে পানি ওঠায় বন্ধ হয়ে গেছে পাঠদান। হাতিয়ার অনন্তপুর বাজার থেকে নৌকাযোগে গুঁজিমারী যেতে পথে অনন্তপুর দাগারকুঠি বিদ্যালয়। বন্যার কারণে পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে। বিদ্যালয়ের বারান্দায় এখন পাট ধোয়ার কাজ চলছে। এই বিদ্যালয়টিও ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। রাজারহাটের আবুল হোসেন কিং ছিনাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান বলেন, 'ধরলার ভাঙনের হুমকিতে পড়া বিদ্যালয়টিতে আপাতত পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে। একইভাবে বিদ্যালয়ের ভেতর, মাঠ বা আশপাশের এলাকায় পানি ওঠায় যাত্রাপুরের পার্বতীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উলিপুরের সাহেবের আলগার মশালের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ প্রায় অর্ধশত বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।'

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, 'যেসব বিদ্যালয় ভাঙনের মুখে পড়েছে, সেগুলো স্থানীয় উদ্যোগে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ না থাকায় আর্থিক সহায়তা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ভাঙনের শিকার বিদ্যালয়গৃহ সরানো ও পুনঃস্থাপনের জন্য থোক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এসব বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' শিশুদের পড়াশোনা বন্ধের বিষয়ে বলেন, 'বিদ্যালয় খুললে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে ক্ষতি পোষানো হবে।'